বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০২১-২০২২)

(১) পটভূমি :

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের খেলোয়ার ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণের বিষয়টি চিন্তা করে ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় অবদান রেখেছেন বা রাখছেন তাদের জন্য ১৯৭৫ সালের ৬ আগস্ট 'বঙ্গাবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করেন। বঙ্গাবন্ধুর শাহাদাতের ঠিক ৮ দিন পূর্বে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবটি গেজেট প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু গেজেট প্রকাশের পূর্বেই ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারের সকলকে হত্যা করা হলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গাবন্ধু কন্যা ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে বঙ্গাবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০১১, (৩নং আইনে) প্রণয়ন করেন এবং গত ৯ই মার্চ, ২০১১ তারিখ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

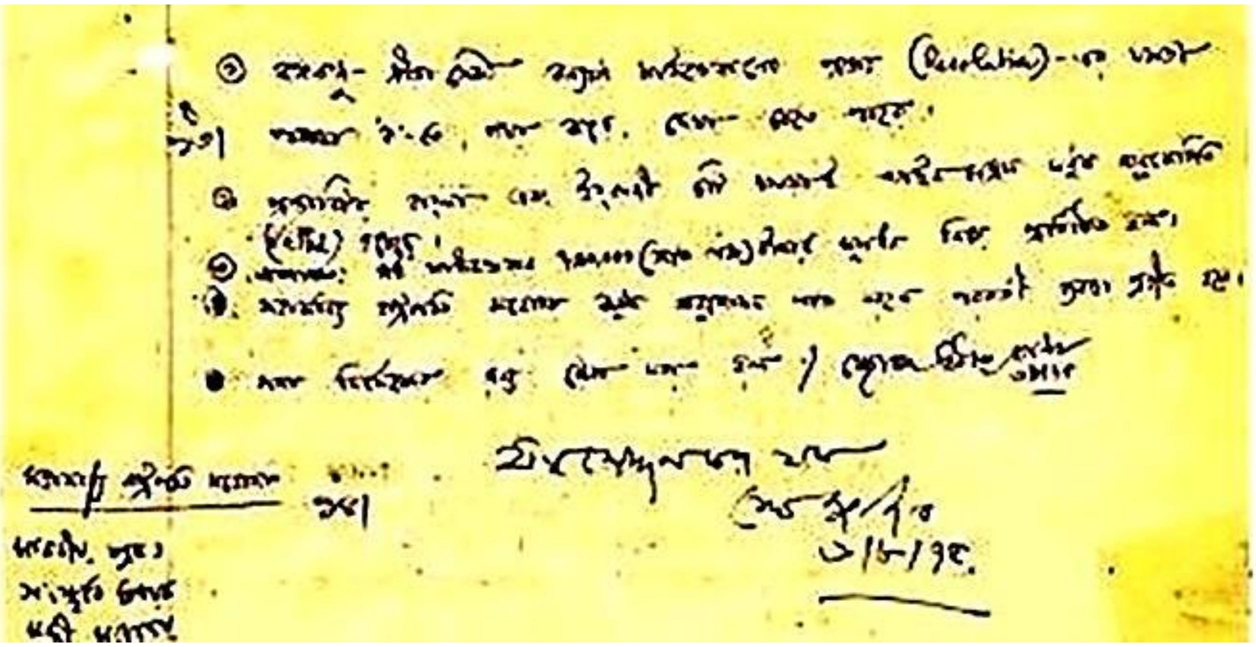

চিত্র-১: জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত নথি

(২) রূপকল্প : ক্রীড়াসেবীদের দারিদ্রতা হ্রাস ও ক্রীড়ার মান উন্নয়ন।

(৩) অভিলক্ষ্য : ক্রীড়া, খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বা রাখছেন সেসকল ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস এবং ক্রীড়ার মান উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান।

(৪) কার্যাবলি : 'বঙ্গাবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১'-এর ৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ:

ক) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাঁদের পরিবারের জন্য মাসিক/ এককালীন ক্রীড়াভাতা প্রদান করা;

খ) ক্রীড়াক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাসিক/এককালীন ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড প্রদান করা;

গ) অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তার পরিবারের জন্য আর্থিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

ঘ) ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

ঙ) ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত আর্থিক সহায়তা, বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করা;

চ) ক্রীড়াসেবীদের সার্বিক কল্যাণ ও পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন ধরনের স্কীম প্রবর্তন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

ছ) সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাধীনে উহার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য ঋণ সংগ্রহ করা;

জ) লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাঁদা, অনুদান ও উপহার গ্রহণ এবং লটারীর ব্যবস্থা করা;

ঝ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৫) পরিচালনা বোর্ড :

'বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০১১'-এর ৬ ধারার বিধান মতে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নরূপভাবে একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে :

ক)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
খ)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	ভাইস চেয়ারম্যান
গ)	যুগ্ম-সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঘ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঙ)	পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, পদাধিকারবলে	-	সদস্য
চ)	সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ছ)	উপসচিব (ক্রীড়া) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
জ)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী কমিটির সদস্য	-	সদস্য
ঝ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ক্রীড়া ও খেলাধুলায় অনুরাগী তিনজন ব্যক্তি যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন	-	সদস্য
ঞ)	সচিব, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য সচিব

(৬) সাংগঠনিক কাঠামো :

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের জন্য নিম্নরূপ ০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ/জনবল অস্থায়ীভাবে সৃজিত হয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্মসচিব ফাউন্ডেশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান জনবল:

ক্র.নং	পদের নাম	কর্মরত	শূন্য	মন্তব্য
ক)	সচিব	১ জন		-
খ)	নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন		
গ)	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১ জন		
ঘ)	কম্পিউটার অপারেটর		১ জন	
ঙ)	অফিস সহায়ক	২ জন	১ জন	
চ)	গাড়ি চালক		১ জন	
	মোট:	৭ জন	৩ জন	

২১-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের জন্য ১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যান ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহ :

ক) ফাউন্ডেশনের সিডমানি/তহবিল :

ক্র. নং	তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত অর্থ
০১.	০৬ আগস্ট ১৯৭৫	মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান-এর অনুমোদনক্রমে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা
০২.	১৯৮৪-১৯৮৫ অর্থবছর	অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত	৩৭.৫০,০০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা
০৩.	১৯৮৫-১৯৮৬ অর্থবছর		৩৭.৫০,০০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা
০৪.	ব্যাংক কর্তৃক মুনাফা হতে প্রাপ্ত		৪৩,০০,০০০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ) টাকা
০৫.	২৫ অক্টোবর ২০১১	অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত	৫,০০,০০,০০০/-(পাঁচ কোটি) টাকা
০৬.	২০ অক্টোবর ২০১৩		১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা
০৭.	২০১৮-২০১৯ অর্থবছর	বিভিন্ন সরকারি কোম্পানীর সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত	৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা
০৮.	০৮ নভেম্বর ২০১৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত	১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা
০৯.	০৭ জুলাই ২০২০		১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা
১০.	০৫ এপ্রিল ২০২২		২০,০০,০০,০০০/- (বিশ কোটি) টাকা
		মোটঃ	**৪৭,৮৫,০০,০০০/- (সাতচল্লিশ কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা**

সর্বমোট সিডমানি ৪৭.৮৫ কোটি টাকা বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত আছে- যার মুনাফা এবং প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব বাজেট বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালনি অনুদান প্রদান করা হয়।

খ) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্জনসমূহ :

ফাউন্ডেশন কর্তৃক অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাসিক ভাতা/এককালীন অনুদান প্রদানের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্র.নং	অর্থ-বছর	প্রাপ্ত আবেদন	অনুদান প্রাপ্তদের সংখ্যা ও হার (টাকায়)	অর্থের পরিমান (টাকায়)
০১.	১৯৯৬-১৯৯৭	-	১৫ জন	১,৭৮,৫০০/-
০২	১৯৯৭-১৯৯৮	-	১৬ জন	৪৮,০০০/-
০৩.	১৯৯৯-২০০০	-	২২৩ জন	১৩,৩৮,০০০/-
০৪.	২০০০-২০০১	-	২১০ জন	১২,৬০,০০০/-
০৫.	২০০১-২০০২	-	৩৫০ জন	১৭,৭৩,০০০/-
০৬.	২০০২-২০০৩	-	২৬৯ জন	১৩,৪৫,০০০/-
০৭.	২০০৩-২০০৪	-	১৫৫ জন	৮,৫০,০০০/-
০৮.	২০০৪-২০০৫	-	২৩০ জন (৫,০০০/-)	১১,৫০,০০০/-
০৯	২০০৫-২০০৬	-	১১৯ জন (৫,০০০/-)	৫,৯৫,০০০/-
১০.	২০০৬-২০০৭	-	১৭ জন (৫,০০০/-)	৮৫,০০০/-
১১.	২০০৭-২০০৮	-	০১ জন (১০,০০০/-)	১০,০০০/-
১২.	২০০৮-২০০৯	-	১০৭ জন (১০,০০০/-)	১০,৭০,০০০/-
১৩.	২০০৯-২০১০	৮০ টি	৮০ জন (১০,০০০/-)	৮,০০,০০০/-
১৪.	২০১০-২০১১	-	০৩ জন (১০,০০০/-)	৩০,০০০/-
১৫.	২০১১-২০১২	১৫০ টি	১১০ জন (১০,০০০/-)	১১,০০,০০০/-
১৬.	২০১২-২০১৩	৭১৯ টি	৫৩৩ জন (১৫,০০০/-)	৭৯,৯৫,০০০/-
১৭.	২০১৪-২০১৫	১০৯৪টি	৬১৩ জন (১৫,০০০/-)	৯১,৯৫,০০০/-
১৮.	২০১৫-২০১৬	১২৫০টি	৬৩০ জন (১৫,০০০/-)	৯৪,৫০,০০০/-
১৯.	২০১৬-২০১৭	১৩২৯টি	৬৩৮ জন (১৫,০০০/-)	৯৫,৭০,০০০/-
২০.	২০১৭-২০১৮	১৭৫২টি	৬৪৫ জন (১৫,০০০/-)	৯৬,৭৫,০০০/-
২১.	২০১৮-২০১৯	১৭৬২টি	১০৫০ জন (১৫,০০০/-)	১,৫৭,৫০,০০০/-
২২.	২০১৯-২০২০	৩৩৫০টি	১১৫০ জন (২৪,০০০/-)	২,৭৬,০০,০০০/-
২৩.	২০২০-২০২১	৪২০৫টি	১১৭০ জন (২৪,০০০/-)	২,৮০,৮০,০০০/-
২৪.	২০২১-২০২২	৩৪৬৬টি	১৩৫০ জন (২৪,০০০/-)	৩,২৪,০০,০০০/-
			মোটঃ ৯,৬৮৪ জন	মোটঃ ১৬,১৩,৫৭,৫০০/-

চিত্র-২: বঙ্গাবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ক্রীড়াসেবীর ক্রীড়া ভাতা প্রদান।

গ) চিকিৎসা সহায়তা প্রদান:

বঙ্গাবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৭১ জন ক্রীড়াসেবীদের-কে চিকিৎসা/আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৭৭,১৫,০০০/- (সাতাত্তর লক্ষ পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৩: ক্রীড়াসেবীদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান, বিকেকেএফ, জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম,পি।

ঘ) করোনাকালীন বিশেষ অনুদান প্রদান:

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৭৭৬৭ (সাত হাজার সাতশত সাতষট্টি) জন অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের প্রতিজনকে ৫,০০০/- টাকা হারে সর্বমোট ৩,৮৮,৩৫,০০০/- (তিন কোটি আটাশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা করোনাকালীন বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৪: করোনাকালীন বিশেষ অনুদানের চেক বিতরণ।

(৮) উপসংহার :

ক্রীড়াবিদ, খেলোয়াড় ও ক্রীড়া সংগঠকগণ বাংলাদেশের জনশক্তির একটি বিরাট অংশ। তাঁরা ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বা রাখছেন। ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, খেলোয়াড় ও তাঁদের পরিবারের উজার করা ত্যাগ ও পরিশ্রমের কারনে জাতি হিসেবে আমরা ক্রীড়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি সফলতা এবং তাতে হই গর্বিত। কিন্তু ক্রীড়াবিদদের বয়স যখন বেড়ে যায় কিংবা মাঠে খেলতে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন, তখন তাদের ক্রীড়া জগতকে বিদায় জানাতে হয়। নয়তো মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হয়। পতন হয় নক্ষত্রের। জীবনবাজী রেখে যে সকল ক্রীড়াবিদ দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন, তারাই হয় অসহায় নয়তো অসচ্ছল। কারণ খেলাধুলাই যে তাদের স্বপ্ন কিংবা একমাত্র পেশা। তাইতো তৈরী করতে পারেন না, অন্য কোন আয়ের উৎস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান ‘বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন’ অসহায় ক্রীড়াবিদদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাঁদের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সহায়তাদানের প্রেক্ষিতে সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যপরিধি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে।